খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি : দীপাঞ্জন বসু '৬৪
সাধারণ সম্পাদক : রজত ঘোষ '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক : সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

• Vol 05 • Issue 2-3 • 15 March 2016 • Price Rs. 2.00 •

শ্রদ্ধায় স্মরণে - শক্তিবাবু

চলে গেলেন প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক শক্তিপদ চক্রবর্তী। ৩ মার্চ রাত্রি ৯.৩৫ মিনিটে।

২০ মার্চ, ২০১৬ রবিবার সন্ধ্যা ৬.৩০ এ অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন অফিসে 'শ্রদ্ধায় স্মরণে' সম্মানজ্ঞাপনের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সন্ধ্যায় স্যারের ছাত্রদের এবং গুণমুগ্ধ শুভার্থিদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক

সম্পাদকীয়

সদ্য পুনর্মিলন উৎসব সমাপ্ত হল...

পুনর্মিলন উৎসবকে কেন্দ্র করে যে ক'জন প্রাক্তনী সমবেত হয়েছিলেন তাদের সকলের মধ্যেই একটা সাধারণ চরিত্রধর্ম ছিল, তা হল বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তারা ক্ষণে ক্ষণে নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছিলেন আর সেটাই স্বাভাবিক। বিদ্যালয় আমাদের দ্বিতীয় জন্মস্থান। বাইরের পৃথিবীর নানান বিষয়ের দিকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই আমরা প্রথম চোখ মেলি।

তাই নানান ব্যস্ততার ভিড়েও বিদ্যালয় যেন আমাদের ভাবনার কেন্দ্রে থাকে, তাতে মনে হয় অনেক গঠনমূলক উদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে।

অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিতির হার যত বাড়বে, বিদ্যালয়ের পক্ষে ততটাই তা মঙ্গলজনক হয়ে উঠবে।

রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত আমাদের বিদ্যালয়ের প্রয়াত প্রধান শিক্ষক মহাশয় উপেন্দ্রনাথ দত্তের স্মারক বক্তৃতার এই বছরটি দ্বিতীয় বছর। প্রাক্তনীরা দলে দলে এই স্মারক বক্তৃতা সভায় উপস্থিত হয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানান।

পরিশেষে, 'খেয়া' সম্পাদক হিসেবে সকল প্রাক্তনীদের কাছে নিজের নিজের বিষয়ের ওপর স্বল্প পরিসরের লেখা চাইছি কারণ 'খেয়া' শুধু অ্যাসোসিয়েশনের সংবাদ আদানপ্রদানের মাধ্যম নয়, এটি বিদ্যালয়ের মেধা ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার দর্পণও বটে।

উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতামালা - ২

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুরস্কৃত প্রধান শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁকে স্মরণ করতে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য দ্বিতীয় বর্ষে নিবেদন উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতামালা-২।

আগামী ২৭ মার্চ ২০১৬ রবিবার, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে অবনীন্দ্র সভাগৃহ, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ (রবীন্দ্রসদন-নন্দন প্রাঙ্গণ)। বক্তা হিসাবে সম্মতি জানিয়েছেন বিশিষ্ট চিত্রকর, শিল্পশিক্ষক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলামাধ্যম স্কুলে শিক্ষার সংস্কৃতি, বিষয়ের অনুসারী শিল্পীর মননে গড়া বিবিধ চিত্রকল্প সেদিনের বক্তৃতায় বাঙ্ময় হয়ে উঠবে।

শুধুমাত্র মাস্টারমশাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই নয় বাংলা মাধ্যম শিক্ষাসত্রের ছাত্র হিসাবে আপনার উ পস্থিতি সেদিন আপনাকে গৌরবান্বিত করবে এ আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

চলে গেলেন সুব্রত মৈত্র

সুব্রত মৈত্র, বিশিষ্ট ডাক্তার, জগদ্বন্ধুর প্রাক্তনীদের কাছে এ এক গর্বের বিষয়। অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে যখনই তাঁকে ডাকা হয়েছে, হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও তিনিও এসেছেন। সেমিনার করেছেন ডাক্তারদের নিয়ে — বিষয়, সুস্থ থাকার উপায়। শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করেও মানুষকে সেবা দিয়েছেন। এত অল্পবয়সে চিকিৎসা শিক্ষাকে আত্মীকরণ করে মানুষকে সেবা করে গেছেন। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলও তাঁর সেই সেবা থেকে বঞ্চিত হয়নি। এ হেন প্রাক্তনীর মৃত্যুতে ক্ষতি স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু এ ক্ষতি প্রকৃতপক্ষে জগদ্বান্ধবদের। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

- সম্পাদক

এই সংখ্যাটি পীযূষ কান্তি ঘোষ (১৯৮৭)-এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

Scanned by CamScanner

পুনর্মিলন উৎসব '১৬ ২০-২১ ফেব্রুয়ারি

... সঙ্গে শ্রীজাত, গানে গল্পে ও কবিতায় ২০ ফেব্রুয়ারি

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ। মঞ্চের হলুদ আলোর স্পট লাইটে তিনি। তাঁর কথার অনুরণনে দর্শকরা কখনও নির্বাক, কখনও করতালিমুখর। করতালিকে লক্ষ করে তাঁর অনুরোধ - মঞ্চ থাক অন্ধকার, জ্বলে উঠুক দর্শক আসনের আলো।... তিনি শ্রীজাত। এ সময়কার জনপ্রিয়তম কবি।

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্মিলন উৎসবের প্রথম দিনে অবনমহল সভাঘরে 'সঙ্গে শ্রীজাত' অনুষ্ঠান। গানে গল্পে ও কবিতায়। 'কবিতা কী' সঞ্চালক রজত ঘোষের প্রশ্নের জবাবে তিনি গল্প বলেন এক বিদেশিনীর, যিনি শ্রীজাতকে কবিতা বুঝিয়েছিলেন নৃত্যপ্রদর্শনের মাধ্যমে, নাচের ছন্দে। তাই কবিতার কোনো নির্দিষ্ট ফরম্যাট আছে বলে মানেন না শ্রীজাত। কখনও পরম্পার প্রশ্নে মাতামহ তারাপদ চক্রবর্তী, কখনও মাতুল মানস চক্রবর্তী, কখনও সুনীলের উত্তরাধিকার। শ্রীজাত খোলামেলা। সামাজিক প্রশ্নে ফেসবুক, হোয়াটস্অ্যাপে তাঁর হ্লাদিত বিচরণের কথাও ওঠে। সদ্য চল্লিশে পড়া আধুনিক কবি জানান, অন্যায়ের প্রতিবাদের প্লাটফর্ম এই সোস্যাল মিডিয়া। তিনি প্রতিবাদ করবেন বলে ছ' মাস কবিতার বই প্রকাশের আশায় বসে থাকতে পারবেন না। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তাই সোস্যাল মিডিয়ায়, তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। জগদ্বন্ধু স্কুলকে ঘিরে তাঁর স্মৃতিময়তার কথাও জানান তিনি। এই স্কুলেই তাঁকে আসতে হত মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে। নিজের কবিতার প্রেক্ষাপট, পুরোনো পাড়া, পুরোনো বাড়ি, পুরোনো সেলুনের স্মৃতি, স্বপ্নের কলকাতা শহর, সিনেমায় তাঁর গান ইত্যাদি ইত্যাদি - সাক্ষাৎকারে ধরা রইল কবির অন্তরের কথ। রসিকতা তো শ্রীজাত'র সহজাত। প্রশংসা করতে হবে সঞ্চালক অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রজত ঘোষের। সাক্ষাৎকার নিতে বসে যিনি কথা বলেছেন কম, বলিয়েছেন অনেক বেশি; কবির অন্তরকে উন্মোচিত করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। প্রশ্নোত্তর পর্বে পৃথ্বিরাজ লাহিড়ী, অঙ্কন মিত্র, দেবপ্রসন্ন সিংহ ও অন্যান্য প্রাক্তনীদের প্রশ্নের আন্তরিক জবাব দেন শ্রীজাত। রবীন্দ্রসংগীতও পরিবেশন করেন খালি ও খোলা গলায়। বলা যায়, সম্পূর্ণ অন্য স্বাদের একটি সন্ধ্যা উপহার পেলেন জগদ্বন্ধু অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের উপস্থিত প্রাক্তনীরা এবং তাদের পরিবার। সভায় অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দীপাঞ্জন বসু, কবি শ্রীজাতর ভূয়সী প্রশংসা করেন। কবি শ্রীজাতের হাতে সম্মানার্ঘ্য তুলে দেন প্রাক্তনী শ্রী শিবশঙ্কর মুখার্জি।

পুনর্মিলন উৎসবের দ্বিতীয় দিন ২১ ফেব্রুয়ারি

পতাকা উত্তোলন সমীর বসু ১৯৪৬

রজত জয়ন্তীতে জগদ্বন্ধু অ্যালমনি...

দেখতে দেখতে ২৫ বছরে পা দিল অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন, ১৯৯২ সালে ২৯ জানুয়ারি স্কুলের এক নম্বর ঘরে প্রথম সভা। সে দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন। তারপর পায়ে পায়ে এতগুলো বছর। এই বছরের পুনর্মিলন উৎসবে তার ছায়া পড়েছে। রজতজয়ন্তীতে জগদ্বন্ধু অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতিরা, সুভাষ বসু, সমীরেন্দু দত্ত, তপেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, তুষার কান্তি তালুকদার ছিলেন। বর্তমান সভাপতি দীপাঞ্জন বসু তাদের ফুল দিয়ে সম্মান জানান। স্মরণ করা হয়, এঁদের অবদান, কৃতিত্বের কথা তাঁরা। একসময় নেতৃত্ব না দিলে অ্যালমনি ২৫ বছরে পৌঁছাত না।

শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী প্রদান

একান্তভাবে প্রাক্তনী দীপক মিত্র '৫২, অসীম কুমার বিশ্বাস '৫৪, তাপস কুমার সরকার '৫৫, শিবদাস গণ '৫৬, শিবশঙ্কর মুখার্জি '৬৪, ধ্রুবজ্যোতি গুপ্ত '৬৮, রজনী মুখার্জী '৬৮, প্রবীর কুমার নাগ '৭২, গোপেশ মজুমদার '৯৬, সুদীপ সাহা ২০০০, অরিন্দম বসু '৭৯, অনুপম জোয়ারদার '৮৩, যুগলকিশোর কর '৮০, অরূপকৃষ্ণ সাহা '৮২ এবং গীতা মাইতি (অতিথি) এঁদের আর্থিক অনুদান-পুষ্ট হয়ে ২০১৬ সালে জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে ৫১ জন আপাত আর্থ-অসচ্ছল ছাত্রদের বার্ষিক শিক্ষা-সহায়ক (পোশাক, জুতো, বই, খাতা, স্কুলের মাহিনা সহ শিক্ষা-সংক্রান্ত) সামগ্রী তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। টাকার অঙ্কে এই অনুদানের পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকার কিছু বেশি। মঞ্চ থেকে এঁদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

সম্পাদক রজত ঘোষ অনুদান প্রদান মঞ্চ থেকে জানান যে তুষার তালুকদার সহ অনেকের অনুরোধে এই শিক্ষা সহায়ক বৃত্তিগুলি শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই জ্যোতিভূষণ চাকী-র নামাঙ্কিত করতে আগামী পরিচালন সমিতিতে সিদ্ধান্ত নেবেন। এই প্রসঙ্গে উপস্থিত সকলেই তাঁদের সম্মতি জানান। সভায় বক্তব্য রাখেন শ্রী তুষারকান্তি তালুকদার, শ্রী সমীরেন্দু দত্ত, শ্রী তপেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরি ও অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী দীপাঞ্জন বসু। এছাড়া শিক্ষা সংক্রান্ত সামগ্রী ছাত্রদের হাতে তুলে দেবার সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন প্রাতঃবিভাগের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শ্রীমতী শবরী দাশগুপ্ত।

Scanned by CamScanner

২০১৬ সালের জন্য অনুদান প্রাপ্ত ৫১ জন ছাত্র

প্রথম শ্রেণি - আকাশ হাজরা, দিনো মোরিয়া, দেবাংশু মিস্ত্রী, জয়দীপ রায়, প্রদীপ বসু মজুমদার, ঋষভ চৌধুরি, নীলাদ্রি সরকার, ঋক সরকার, পলাশ কর্মকার, শুভজিৎ দাস, শিবম হালদার, সায়ন গাঙ্গুলি, তৃষাণজিৎ হালদার।

দ্বিতীয় শ্রেণি - আকাশ জানা, আয়ুষ দে, মিলন হালদার, সায়ন দাশ, ঋক হালদার, সৈকত হালদার, সায়ন মজুমদার, শুভম মিস্ত্রী, রণিত দে, সৌভিক সর্দার, সূর্য দাস, শুভম নস্কর, শুভজিৎ হালদার।

তৃতীয় শ্রেণি - আরিয়ান মল্লিক, বিক্রম ঘোষ, অমুক ভট্টাচার্য, আয়ুষ বাগচি, অভ্রজিৎ দলুই, মনোজ সরকার, প্রভাষ মালি, সম্রাট দাস, জয়দীপ মুখার্জি কৌশিক বণিক, নয়ন মান্না, শিবরাজ মালিক, সুদীপ্ত হালদার, শুভদীপ দাস (২), সৌম্যজিৎ পুরকাইত(২), সায়ন দাস(২), সায়ন মান্না।

চতুর্থ শ্রেণি - অনীশ মণ্ডল, দীনেশ ময়রা, অতনু হালদার, সুবিনয় সাহা, সৌরভ নস্কর, রণিত হালদার, সুমন মণ্ডল এবং প্রিয়াংশু দাস।

স্কুল ছাড়ার ৫০ বছরে ১৯৬৬ ব্যাচ

১৯৬৬ সালের ছাত্ররা তাদের স্কুল ছাড়ার ৫০ বছর উদ্‌যাপন করলেন। বেশ কয়েকজন ছাত্র সমবেত হয়েছিলন। ওনাদের পক্ষ থেকে কল্যাণ রায় ঘোষণা করেন যে '৬৬ ব্যাচের যে ক'জন প্রাক্তনীরা উপস্থিত আছে, তারা আগামী ১ বছর একটি প্রাথমিক সেকশনের ছাত্রের যাবতীয় পড়াশুনা বাবদ খরচ বহন করবে। ১৯৬৬ ব্যাচ আশা করে আগামী দিনে যে সকল ব্যাচ তাদের ৫০ বছর পূর্তিতে একইভাবে একটি দুঃস্থ ছাত্রের ভার নেবে। টাকা দিয়ে অ্যালমনিতে একটি তহবিল গড়ে তাঁর প্রাপ্ত সুদ থেকে একটি ছাত্রের শিক্ষা সহায়ক অনুদান দেবেন। এভাবেই তাদের ৫০ বছর-কে স্মরণীয় করেছেন।

বার্ষিক খেয়া

২১শে ফেব্রুয়ারি, ভাষাদিবসে উৎসবের অ্যালমনির মুখপত্র 'খেয়া' (বার্ষিক) প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কয়েকজন প্রাক্তনীর লেখা এখানে গ্রথিত হয়েছে। এই স্মরণিকাটির প্রচ্ছদ করেছেন '৭৯ ব্যাচের প্রাক্তনী দেবপ্রতিম সাহা, প্রচ্ছদ পটের - স্রোতে ভাসমান কাগজের নৌকাগুলি ফেলে আসা দিনের আবর্তে টেনে নিয়ে যায়... - যা সকলের ভালো লেগেছে।

আড্ডা, মধ্যাহ্ন ভোজ, আবার আড্ডা ...

দফায় দফায় চা পানের সঙ্গে চলে প্রাক্তনীদের আড্ডা। যেদিকে তাকানো যায় - ঘিরে-থাকা মাথার জটলা। হাসির আর আমোদের শব্দ। মাঠে বড়ো ছাতার তলায় তলায়, স্কুল হলে, গাছের ছায়ায় প্রাক্তনীরা আড্ডারত। ডাক পড়ে মধ্যাহ্ন ভোজের। ভাত ডাল আলু ভাজা, ধোকার ডালনা, মাছ, মুরগীর মাংস, চাটনি, পাপড়, রসগোল্লা, আইসক্রিম আর পান দিয়েই এবারের ভোজনপর্ব শেষ হয়।

শিক্ষাগুরুরা

পুনর্মিলন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন আমাদের জীবন শুরুর এক সকালে যাঁদের হাত ধরে পথ চলতে শিখেছিলাম, সেই শিক্ষাগুরুরা আমাদের প্রণম্য, আমাদের শ্রদ্ধার। এই পুনর্মিলনের অবসরে তাঁদেরও কাছে পেয়েছিলাম, রি-ইউনিয়নের এও ছিল এক উপরি পাওনা।

- প্রতিবেদক, সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় '৮৫

জগদ্বন্ধু স্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে

অদ্য এই আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের মহান দিনেই আমার স্বামীর প্রাক্তন বিদ্যালয় জগদ্বন্ধু স্কুলের পুনর্মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

এরই জেরে গতকাল ২০শে ফেব্রুয়ারী 'অবন মহলে' ''সঙ্গে শ্রীজাত'' এই নামে সেই মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কথোপকথন এবং সাক্ষাৎকার ছিল। আমাদের সকলের প্রিয় মানুষ, সম্পাদক শ্রীমান রজতবাবু সঞ্চালকের ভূমিকা পালনের দায়িত্বে আসীন ছিলেন। এই আলোচনা সভাটি তার অভিজ্ঞ সঞ্চালনার দ্বারা আরও মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছিল সবার কাছে। এর পাশাপাশি সভাপতি মহাশয় শ্রী দীপাঞ্জনবাবু তাঁরও কিছু বক্তব্য রাখলেন।

ওখানে পৌঁছাতে আমাদের সামান্য দেরি হওয়ায় শুভারম্ভের সময় থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। আর সেই কারণে পরিচিত অন্যান্যদের থেকে সঙ্গছাড়া হয়েই যেখানে হোক আমরা নিজেদের বসার জায়গা করে নিলাম। যা হোক বিশেষ 'চেনা মানুষ'টির অনেকেই না জানা তথ্য ও সেই সঙ্গে নানা গুণাবলীর কথা অচিরেই অবগত হলাম। টিভির মাধ্যমেই ঐ মানুষটির এবং তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পরিচয় আমার আগেই হয়েছিল। সামনা-সামনি সাক্ষাতের সুযোগ মেলায় খুবই ধন্য মনে করলাম নিজেকে। মনে কিছু প্রশ্ন নাড়া দেওয়া সত্ত্বেও সময়ের অভাবে তা করে ওঠা সম্ভব হয় নি; যা হোক মনের ইচ্ছা মনে চেপে রেখেই আবার আগামী অন্য কোন সাক্ষাতকারের সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। আজ সারাদিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটিকে আমরা খুব মজা ও আনন্দ সহকারে পালন করে তৃপ্ত হলাম। শেষ করছি এবং স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি - রেখা।

আজ মোরা যাচ্ছি দুজনে,
স্কুলের এই মনোরম অনুষ্ঠানে।
মেধাবী ছাত্রেরা পাবে শিক্ষকের যতন,
মুখরিত হবে এই স্কুলের প্রাঙ্গণ।
বারে বারে ফিরে আসুক এই দিন।
হয়ে উঠুক স্কুল আরও রঙিন।
মনে এই ইচ্ছা রাখি অনুক্ষণ,
ঠাকুরের কাছে মোর এই নিবেদন।

- রেখা মুখার্জী
(কানাই লাল মুখার্জী ১৯৪৯-এর সহধর্মিনী)

Scanned by CamScanner

মহাকাব্যের আকর হতে

মহাকাব্যে মামা-ভাগ্নে

(পূর্বপ্রকাশিতের পরবর্তী)

গোড়ার দিকে যখন জুটি-র কথা হচ্ছিল সেই সময়ের উদাহরণ থেকে আমরা 'চোর-পুলিশ' জুটিটাকে একটু আলাদা করে দেখতে পারি। 'চোর-পুলিশ' কিন্তু ব্যাকরণ বই-এর বিপরীত অর্থের লিস্টে লুকিয়ে থাকা কোনো pair নয়, এদের কথ্যভাষায় (এমনকী ছেলেবেলার খেলার নাম) একত্র উচ্চারণটা আসলে শচীন-সৌরভ, কিশোর-লতা, লরেল হার্ডি কিম্বা 'টম অ্যান্ড জেরি'র মতোই পপুলার যৌথ আইডেনটিটি। সেখানে দেখার মতো হল 'চোর'। কিন্তু তার সামাজিক প্রতিপক্ষ পুলিশবাবুটির সঙ্গে 'লায়লা মজনু' কিম্বা 'রাধাকৃষ্ণ' সম্পর্কের মতো most popular bonding-এ সম্পর্ক পাতাচ্ছে না; সে পুলিশকে 'মামা' পাতাচ্ছে! (মুন্নাভাই সিরিজের সিনেমার ডায়লগে লক্ষ্য করুন)। মামার এমনই মহিমা!

পুরাণের পাতাতেও মামাদের কমতি নেই। ভাগ্নেদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কোথাও খুবই দুধ-কলা-র মতো সুস্বাদু, আবার কোথাও একেবারে 'সাপে-নেউলে' যেমন খুব সহজেই এই দুইক্ষেত্রের উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়। শকুনি-দুর্যোধন আর কৃষ্ণ-কংস-র কথা। কিন্তু এঁদের বাদ দিলেও মহাকাব্যের ফাঁকে-ফোকরে এমন অনেক মামা-ভাগ্নে সম্পর্ক লুকিয়ে রয়েছে। অবশ্য এদের বেশীরভাগের মধ্যেই তেমন কোনো বন্ডিং বা রসায়ন খুঁজে পাওয়া যায় না; কিছু কিছু তো একেবারে কুইজের প্রশ্নোত্তরের মতো দূরূহ সম্পর্ক! তবে আমার চোখে রামায়ণ ও মহাভারত থেকে এমন যে কটি মামা-ভাগ্নেকে পেয়েছি, তাদের নিয়েই এবারের বকবকানি শুরু করব।

মামা-ভাগ্নেতে প্রবেশের আগে, মহাকাব্যের 'pair' গুলোর দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক। পুরানে প্রধানত 'ট্রয়ো'-তৈরির একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল', ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর' ইত্যাদি। পৌরানিক চরিত্র চিত্রণেও এর আভাস স্পষ্ট; যেমন রাম-লক্ষ্মণ ও সীতার একত্রে বনবাস যাত্রা কিম্বা ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় ভীষ্ম-দ্রোণ আর কৃপাচার্যের একত্র উপস্থিতি। এমনকী কাশীরাজের তিন কন্যা। অম্বা-অম্বিকা-অম্বালিকা'র ভীষ্ম কর্তৃক হরণের সঙ্গে Pariety রাখতেই যেন ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-বিদুরদের তিনভাই হয়ে জন্মাতে হল। তবে এখানে লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, "তিন কন্যের বিয়ে হবে শিবঠাকুরের সাথে" — এই concept-এ কেবল অম্বা-অম্বিকা-অম্বালিকই trapped হয়নি; দশরথের তিন পত্নী থাকাটাও অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর দুর্বল ব্যক্তিত্বকে চাপা দিতেই কৌশল্যা-কৈকেয়ী ও সুমিত্রা'র ত্রয়ীতে এসে উন্নীত হয়েছে। আবার সীতার বনবাসের পর, ট্রায়োর ফাঁক পূরণ করতেই যেন হনুমান, রাম আর লক্ষ্মণের সঙ্গে এতোটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেন। আবার রামেরা চারভাই, ঘটনার ক্রমান্বয়ে এটা যখন বেশ লঘু হয়ে গেল, তখন যেন রাম-লক্ষ্মণ-হনুমান এই ট্রায়োর বিপরীতে কনস্ট্রাস্ট করতেই রাবণ-কুম্ভকর্ণ-বিভীষণ তিনভাই হয়ে উঠলেন। আবার যেহেতু গল্পের খাতিরে রাবণকে ভিলেন হতে হচ্ছে, তাই তাঁর ট্রায়ো থেকে সহোদর হয়েও বিভীষণ বেরিয়ে আসছেন। অন্যদিকে মায়ের পেটের ভাই না হয়েও রামের ট্রায়োতে হনুমান কেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেন ক্রমশ। আপাতভাবে জনমত না হলেও মহাভারতে সত্যবতী যখন বানপ্রস্থে গেলেন তখন তিনি সঙ্গে করে, তাঁর দুই পুত্রবধূ অম্বিকা ও অম্বালিকাকে নিয়ে গেলেন। কেন? অম্বার ফাঁকপূরণে ট্রায়োটা সম্পূর্ণ করতেই কী?... একইভাবে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর, শান্তিপর্বে যখন ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থে চলেছেন মুনির আশ্রমে। তখন তাঁর সঙ্গী হলেন গান্ধারী ও কুন্তী। বিদুর একই সময় বানপ্রস্থে গেলেও, গেলেন আলাদা। এখানেও ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-কুন্তী — এইভাবে যেন একটা ত্রয়ী গঠনকেই স্যাটিসফাই করা হল। দ্রুপদের যজ্ঞের আগুন থেকে। তাই সন্তান হিসেবে একা দ্রৌপদী (কৃষ্ণা) উৎপন্ন হতে পারে না। সেই ত্রয়ী বিন্যাসের চক্কোরে পড়ে ধৃতরাষ্ট্র-দ্রৌপদী-শিখণ্ডী এমনই কু-সন্তানের উদ্ভব হয়...

অন্যদিকে মহাভারতের পাতায় 'পাণ্ডব' বলতে যখন যুধিষ্ঠির-ভীম আর অর্জুনই প্রধান চরিত্র হয়ে উঠলেন, তাঁদের বিপরীতে দুর্যোধন আর দুঃশাসনের সঙ্গে তাই সহোদর না হয়েও কর্ণ পেয়ে গেলেন প্রাধান্য। সবটাতেই একটা প্রচ্ছন্ন ব্যালেন্স রাখার চেষ্টা যেন। এভাবে চালের পোকা বাছতে বসলে কুন্তী-মাদ্রীর সঙ্গে পংক্তিপূষণ করতে আমরা গান্ধারীকেও ইকুয়েশনে হয়তো আনতে পারব। কিন্তু ট্রায়োর পরেই যদি 'pair'এর প্রসঙ্গে আসি, তাহলে বাবা-ছেলে, ভাই-বোন বা বড়োভাই-ছোটোভাই ছাড়া অন্যকোনো কম্বিনেশনের জুড়ি খুব একটা চোখে পড়ে না, মহাকাব্যের পাতায়।

(ক্রমশ)

অঙ্কন মিত্র (২০০২) e-mail : ekomitter@gmail.com

facebook-এ status- দেওয়া বা
twitter- এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু
হাপাখানার বিকল্প কী?
প্রিন্ট গ্যালারি
১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,
ফোন : ৯৮৩১২৬৩৯৭৬

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.

Scanned by CamScanner